গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
সাধারণ শাখা
www.rajshahidiv.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২৪ জুন ২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০.১৫
স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী এর সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সভার শুরুতে সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সকলকে জানান যে, এ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৩-২৪) এর সংযোজনী-৪ এ উল্লিখিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এর ১.৩ সূচক অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্টার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা আহবানের বিধান রয়েছে। সভাপতি এ কার্যালয় এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে প্রদত্ত সেবাসমূহ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছে এবং এক্ষেত্রে কি ধরণের প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে সে বিষয়ে সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন।

০২। প্রফেসর মোহাঃ আব্দুল খালেক, অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী জানান যে, পূর্বের তুলনার বর্তমান সময়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তবে কিছু প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা না দেওয়া সাধারণ জনগণের ভোগান্তি রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, সরকারি সকল দপ্তর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা গ্রাহকদের প্রদান করলে সাধারণ জনগণের কোন অভিযোগ থাকবে না। তাই সকল দপ্তর প্রধাদের বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানান।

০৩। জনাব শবনম শিরিন, উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, বর্তমানে বিভাগীয় প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন অনেক ততপর এবং সকল কার্যক্রমে সহযোগীতা প্রদান করে থাকেন। আমি মহিলাদের নিয়ে কাজ করে থাকি। মহিলাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় প্রশাসান সহযোগীতা প্রদান করেন। যেমন মেলা আয়োজন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষক কার্যক্রমে এবং জয়ীতা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে কাজ করতে হয়েছে। আমি সকল প্রকার সহযোগীতা পেয়েছি।

০৪। জনাব মোঃ আরিফ হোসাঈন, তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস রাজশাহী সভাকে জানান যে, বর্তমান সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম অনেক বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে ভোক্তা অধিকার ও জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় প্রশাসনকে সদয় দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

০৫। জনাব মোঃ সানাউল্লাহ্, বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা রাজশাহী, সভাকে জানান যে, প্রাথিমিক শিক্ষার মান পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিবাবকদের অভিযোগ সাধারণত এসে থাকে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন করার ফলে শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পূর্বের মত আর পাওয়া যায়না।

০৬। ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বলেন যে, অংশীজনদের নিয়ে এ ধরনের সভা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কার্যালয় এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহ হতে যে সেবা জনগণকে দেওয়া হচ্ছে সে সর্ম্পকে মতামত বা সুপারিশ গ্রহণ করা । প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়নে এ ধরনের সভা গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এছাড়া কার্যকর গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে সরকারি সেবাকে আরও জনবান্ধব করা যায়। অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরও বেশি আন্তরিক হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ঠিক থাকলে এ কার্যালয় এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহ হতে সেবা

গ্রহীতাদের যে সকল সেবা প্রদান করা হয় তা আরও মানসম্মত এবং জনবান্ধব হবে। তিনি আরও জানান যে, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতি তিন মাস পরপর হালনাগাদ করা হয়ে থাকে তবে কখন দেখা যায় যে, ঐ অফিস থেকে অন্য অফিসে বদলি হয়ে গেলেও সে কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয় না। সে বিষয়ে সকল সরকারি অফিসের ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখা প্রয়োজন। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা না পেলে GRS সফটওয়্যারের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগের বিষয়ে কোন সমাধান না পেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা তখনই হবে যখন সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হবে এবং কোন অভিযোগ আসবে না। তিনি আরও বলেন যে, সরকার গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে অর্থ প্রতিবছর বরাদ্দ প্রদান করে আসছেন তা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারকে সহযোগীতার পাশা পাশি সঠিকভাবে উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় এ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো জনগণের মাঝে আরও প্রচার করতে হবে এবং বিভিন্ন সভা/সেমিনারে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০২.	সেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেবা গ্রহীতাদের নিকট থেকে কোন অভিযোগ আসলে দ্রুততার সহিত তা নিষ্পন্ন করতে হবে।	১। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, এ কার্যালয় ২। অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, এ কার্যালয় ৩। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০৩.	তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চাইলে যাচাই বাচাইপূর্বক তথ্য প্রদান করতে আইনে কোন বাধা না থাকলে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা প্রদান করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০৪.	মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, বৃদ্ধ ও দরিদ্র বা অসহায় কোন ব্যক্তি সরকারি কোন অফিসে গেলে সেবা প্রদানের জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে এবং কোনক্রমেই হয়রানি করা যাবে না।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

পরিশেষে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে শুদ্ধাচার চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩০-০৬-২০২৪
ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর
বিভাগীয় কমিশনার
০২৫৮৮৮৫৭২৩৩ (ফোন)
০২৫৮৮৮৫৭৫২৯ (ফ্যাক্স)
divcomrajshahi@mopa.gov.bd

নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.০১.০০৪.২৪.৩৪২

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৩০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি/ অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;
২। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
৩। উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী;
৪। পুলিশ কমিশনার, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী;
৫। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(সার্বিক/রাজস্ব/উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
৬। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
৭। অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী;
৮। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ;
৯। উপসচিব, শুদ্ধাচার অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;
১০। পরিচালক (স্বাস্থ্য), পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়, রাজশাহী;
১১। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী;

১২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী;
১৩। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী;
১৪। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী;
১৫। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী;
১৬। উপপরিচালক, তথ্য অফিস, রাজশাহী;
১৭। উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, রাজশাহী;
১৮। জনাব শিরীন সুফিয়া খানম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী;
১৯। রিজিওনাল ম্যানেজার, এনজিও ফোরাম, কাজীহাটা, রাজশাহী;
২০। জনাব আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক, প্রথম আলো, রাজশাহী প্রতিনিধি;
২১। জনাব মো: জামাত খান, সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ এবং
২২। জনাব .....।

৩০-০৬-২০২৪
মোঃ সারোয়ার সালাম
সহকারী কমিশনার